হাসির হলেও সত্যি

কালীঘাটের বিয়ে

তৎসহ

পূর্ণদাসের বাউল গান

লেখক—শ্রীবেনুপদ বাউল
গ্রাম—বিড়াডাঙ্গী
পোষ্ট—দাশ নগর
জিলা—হাওড়া

কবিতা আরম্ভ

শুনুন বন্ধুগণে একমনে শুনুন দিয়া মন,
আধুনিক ষ্টাইলের কথা করে যাই বর্ণন।
ঐ যে কলিকাতা ২ নাইক যাতা সহর অঞ্চল
সেইখানেতে হচ্ছে ভাইরে আজব গ্যারাকল।
কত ষ্টাইলের ছেলে ২ যাচ্ছে চলে সিনেমার হলে,
বই হাতে করে বাবু প্রেমিকা নিয়ে চলে।
বাবুর কোট-সুট ১ পায়ে বুট হাতে ঘড়ি আটা,
কলেজে পড়ে অষ্টরম্ভা শুধু মেয়ে চাটা।
বাপ মা কষ্ট করে ২ দিল ভাইরে মানুষ করিয়া,
সেই ছেলে ভুলে যায় জীবনের সঙ্গিনী পাইয়া।
সঙ্গিনী দেখতে ভাল ২ চাঁদের আলো রূপলাবণ্য ভরা,
নামটি তাহার সবিতা রায় এক সাথে পড়ে তারা।
ভ্যানটি ব্যাগ নিয়ে ২ রাস্তা দিয়ে হেলে দুলে যায়,
কাপড়ের কুচিটি ধরে এদিক ওদিক চায়।
কপালে পরে টিপ চুলে ক্লিপ আর নাইলনের ফিতা,
হাতে পরত কাচের চুড়ি পায়ে রাঙ্গা আলতা।
ঠোটে লিপিষ্টিক যেন কাচ কাটা হীরে,
চুলগুলি খোপা বাধত দিয়ে কালো বিড়ে।
ঘুরাত হাতে চাবি ২ দেখত ছবি সিনেমায় গিয়ে,
হাই হিলের জুতো পরে চলত রাস্তা দিয়ে।
তার কেহ নাই ২ জানতে পাই থাকত মামার বাড়ী,
ভবানীপুর থেকে সবিতা করত লেখাপড়া।

তার রূপ দেখিয়া ২ যায় ভুলিয়া অজয় চক্রবর্তী,
যেমন কৃষ্ণ পাগল হয়েছিল দেখিয়া শ্রীমতী।
অজয়ের বাপ মা ২ দুইজন আর একটি ভাই,
ছোট ভাইয়ের নাম বিজয়কুমার সবাইকে জানাই।
বাড়ী বারুইপুরেতে ২ জানি তাতে পিতা তাহার ছিল,
তিন দিনকার জ্বর হইয়া হঠাৎ মারা গেল।
অজয় প্রেম করে ২ মন ভরে বালিগঞ্জের লেকে,
মা ভাই তারা বাড়ী বসে কাঁদে মনের শোকে।
তাদের ভালবাসা ২ যাওয়া আসা উভয়ের চলে,
বলে কত প্রেমের কথা বসিয়া নিরালে।
যেমন কৃষ্ণ রাধা ২ প্রেমে বাঁধা ছিল বৃন্দাবনে,
ইহারা কিন্তু প্রেম করে বসিয়া বাঁশবনে।
এই বনে নাই জটিলা ২ নাই কুটিলা নাই কোন ঝামেলা,
মনের সুখে প্রেম করে যায় জুড়ায় মনের জ্বালা।
একদিন কালীঘাটে ২ দুইজনেতে করল মনের বিয়ে,
পাঁচ টাকাতে বিয়ে হল মালা বদল দিয়ে।
এল বাড়ীতে ২ দুইজনেতে মায়ে দেখে বলে,
লেখাপড়া শিখে তুই গেলি রসাতলে।
অজয় মায়ের ধারে ২ বিনয় করে বলে বার বার,
বৌকে তুমি কিছু বলনা মিনতি আমার।
এযে পরের মেয়ে করেছি বিয়ে এর কোন দোষ নাই,
নিজের ইচ্ছায় করলাম বিয়ে তোমাকে জানাই।

দাদা ভুলে গেছে ২ আপন হয়েছে বৌদি যে এখন,
আমি যে তার ছোট ভাই মনে নাই কখন।
পেয়ে বৌদিকে ২ বাপ মাকে ভুলে গেছে ভাই,
আমাকে চাকর করে চাকর রাখে নাই।
বৌদি ৪ ছেলের মা ২ ষ্টাইল কমেনা দেখে সিনেমা,
সিনেমা না দেখলে তাহার ঘুমত আসে না।
চলে ষ্টাইল করি লজ্জায় মরি ঘোমটা নাহি দেয়,
বুড়ি হতে চলল বৌদি ঠোটে লিপিষ্টিক লাগায়।
চলে ভিড় কাটিয়ে ২ ধাক্কা দিয়ে পর পুরুষের গায়,
আই আম সরি বলে বৌদি মুচকী হেসে যায়।
যায় সিনেমা দেখতে ২ অনেক রাতে আসে ফিরিয়া,
মা একদিন রাগ হইয়া দাদাকে দেয় বলিয়া।
মায়ের কথা শুনে ২ মন আগুনে বৌদিকে দাদা বলে,
এমন করে ঘুরনা তুমি মোদের সম্মান যাচ্ছে চলে।
রেগে বৌদি বলে ২ বাব বাধা না মানিব,
তোমায় আমি ডাইভোর্স করে অন্যের ঘর করিব।
রব না তোমার ঘরে ২ চাকুরী করে নিজে খেতে জানি
তোমার মত স্বামী কভু আমি নাহি মানি।
একদিন রাগ হইয়া ২ যায় চলিয়া সবিতারাণী রায়,
কোর্টে গিয়ে ডাইভোর্স করে চাকুরী করে খায়।
আমি এই পর্য্যন্ত প্রেম বৃত্তান্ত ক্ষান্ত করে যাই,
দশ পয়সার বিনিময়ে বেনু বলে নিয়ে যাবেন ভাই।

বাউল গান

ও মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা
ও তুই বেছে বেছে করলি জামাই
চিরকালের ল্যাংটা লো ল্যাংটা
ও তুই সোনার পুতলী
ও তুই বুড়ো বরকে বিয়া দিলি
ও তুই রূপ দেখিয়ে ভুলে গেলি সাদা সিদা রঙটা
কত কালের হবি বুড়া
কেউ জানেনা তাহার গোড়া
যার অনুচর লংকা পোড়া
জপ নালো তার নামটালো নামটা
ভস্মমাখা সর্ব্ব অঙ্গে চেপে বেড়ায় বলদেতে
মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে ঠিক ভিখারীর ঢংটালো ঢংটা
ও কোমরে আটা বাঘের ছালে
হায়রে মালা গলায় দোলে
শ্মশানে মশানে ঘুরে বাজায় মোষের শিংটা
মোটা সোটা জামাই যেমন
রূপেগুণে গিরিবালাও তেমন হায়
সেজেছে কেমন হাতীর গলায় ঘন্টা
জামাইয়ের কপালে আগুন
নির্গুণ সেও সাজায় নিপুণ
কিন্তু শিবের স্বভাব করুন সাদা সিদা ঢংটা।

সুর—বাউল

পিরিতের ভাব না জেনে পিরিত করো না
পিরিত করলে জ্বালা ছাড়লে জ্বালা
না করলে ত চলে না

মন না জেনে রূপ দেখিয়া প্রেম করে যেজন
সুধার লোভে গরল খেয়ে শেষে হয় মরণ
ও তার জীবন যৌবন যায় বিফলে
মনের মিল যে হয় যে না।

ইলিশমাছ কি বিলে থাকে কিলাইলে কি কাঁঠাল পাকে
মধু থাকে কি বল্লার চাকে ভ্রমর মধু পাইল না।
ছিল চণ্ডিদাস আর রজকিনী প্রেম করেছে তারাই শুনি
তারা এক মরণে দুজন মরে এমন মরে কয়জনা।

বিয়ে করে আমি দাদা বলদ হয়েছি—
বিয়ের আগে কত মেয়ের পিছু পিছু ঘুরেছি,
বিয়ের আগে দামী দামী পোষাক পড়েছি
বিয়ে করে আমি দাদা ফিউজ হয়েছি।
হেসে হেসে গিন্নি বলে দু বালতি জল আন তুলে
আমি ছেলেটিকে সঙ্গে করে জল আনিতে চলেছি.
হেসে হেসে গিন্নি বলে যাব আমি সিনেমা হলে
একটি টিকেট আন কেটে ছেলেটিকে দেখ তুমি,
বিয়ে করে আমি দাদা বলদ হয়েছি।

বলি মাগো মা বউকে কিছু মন্দ বলনা,
তাকে তুমি মন্দ বললে আমার প্রাণে সইবে না
বউ যে হয় পরের মেয়ে তাকে আমি করেছি বিয়ে,
সে যদি থাকে না খেয়ে তোমায় খেতে দিব না।
রান্না করিতে দিওনা তারে তুমি যেও রান্না ঘরে,
নইলে আগুনের তাপে যাবে মরে আরত ফিরে পাবনা।
বউকে ভাঙ্গতে দিওনা কয়লা গায়ে পড়বেধূলো ময়লা
তাকে যদি দাও মা জ্বালা তোমায় দেব যাতনা
কুয়ার জল তুলে এনে স্নান করাইও ঘরের কোণে,
পুকুরে যায় না যেন ডুবলে প্রাণে বাঁচবে না।
বউ যদি মোর ঘুমিয়ে পড়ে তাকে দিও বাতাস করে,
গা টিপে দিও তারে নইলে তোমায় দিব যাতনা।
বউ যে আমার কচি খুকী তাকে আমি সুখে রাখি,
দেখলে তাকে জুড়ায় আখি তুমি তাকে কষ্ট দিও না।

সুর—বাউল

কোন দিনে ফুটবে গুরু আমার বিয়ের ফুল
বিয়ের ভাবনা ভাবতে ভাবতে
পেকে গেল মাথার চুল
এক বয়সী ছিলাম যারা
চার ছেলের বাপ হল তারা
বিয়ের ভাবনা ভাবতে ভাবতে
পেটে হল পিত্তশূল।
আমার বিয়ের বাজনা হল কলসী কোদাল,
বিয়ের ভাবনা ভাবতে ভাবতে
পেকে গেল মাথার চুল।

বাউল গান

ভাল করে পড়গা স্কুলে নইলে কষ্ট পাবি শেষ কালে,
সদর স্কুল জেলা নদীয়ায়
হেডমাষ্টার নিত্যানন্দ যেচে নাম বিলায়।
নবদ্বীপে পাশ করায়ে বৃন্দাবনে যায় চলে।
স্কুলের নতি বলি তাই
প্রথম ছাত্র রূপ সনাতন রামানন্দ রায়।
যে নিম্ন ছাত্র জগাই মাধাই তাদের কে পাশ
দুষ্ট ছাত্র আছে ছয়জনা
খুব সাবধানে তাদের কথায় ভুলনা।
তাদের বশীভূত হতে গেলে প্রথম ভাগ যাবি ভুলে
ভাল করে পড়গা স্কুলে নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।

॥ সরকার করেছে পরিকল্পনা ॥

ছেলেমেয়ে ছেলেমেয়ে বেশী করনা
ছেলেমেয়ে বেশী হলে মানুষ করতে পারবে না
গিন্নিগো তিনটির বেশী চারটি হলে
সরকার ট্যাকস বসাতে ছাড়বে না।
কাছে আছে ডিসপেন্সারী লাগবে নাগো টাকা কড়ি
চলে যাই তাড়াতাড়ি কর্ত্তা গিন্নি দুজনা
ছেলেমেয়ে ছেলেমেয়ে বেশী করনা
সরকার আঠার টাকার লোভ দেখাল
কত মানুষ খাসী হল
এইবার ছেলেমেয়ে জন্ম দিতে পুরুষ ছেলে লাগবে না,
বেশী করলে পরে পড়বে ফেরে